Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে রিলেশনশীপ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হাফিজা বেগম

রোলঃ 22702334228

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে রিলেশনশীপ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হাফিজা বেগম

রোলঃ 22702334228

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামের দৃষ্টিতে রিলেশনশীপ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে হাফিজা বেগম, আইডিঃ 22702334228 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামের দৃষ্টিতে রিলেশনশীপ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

হাফিজা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

হাফিজা বেগম

আইডিঃ 22702334228

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকাঃ 5

ইসলাম কিঃ 6

হালাল ও হারাম কি 7

রিলেশন কিঃ 9

স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক : 11

পিতা মাতার সাথে সম্পর্কঃ 12

ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মীয়তার সম্পর্ক সুন্দরভাবে উপস্থাপন: 13

ইসলামের দৃষ্টিতে হারামঃ 15

ইসলামে দৃষ্টিতে হারাম রিলেশনশিপঃ 17

রিলেশন নয় যিনাঃ 22

উল্লেখযোগ্য হাদীস: 24

হারাম রিলেশন জীবন ধ্বংস ছাড়া কিছুই নয়... 24

দোয়া করতেই থাকুন, কবুল হবেই 26

রিলেশন ভেঙে, জীবন পড়ে গাঙ্গে 28

উপসংহার 32

ভুমিকাঃ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবাহানাহু তায়ালার। অগনিত দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মহান নবীর উপর যিনি দোজাহানের বাদশাহ এবং তার পরিবারবর্গ ও তার সাহাবাদের উপর।

আল্লাহ তাআলা রিলেশনশিপ ইসলামে হারাম করে দিয়েছে বিয়েকে হালাল করে দিয়েছেন বিয়েকে আমার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) সুন্নত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

আধুনিক বিশ্বে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে মানব সমাজে সম্পর্কের ধরন ও রূপায়নে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মাঝে 'প্রেম' বা 'রিলেশনশিপ' আজ একটি সাধারণ ও আলোচিত বিষয়। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি সম্পর্কের একটি নির্ধারিত সীমা ও আদর্শ রয়েছে, যা কুরআন ও হাদীস দ্বারা নির্ধারিত। বর্তমান সমাজে প্রেম বা অবৈধ সম্পর্কের বিস্তার, সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এসব সম্পর্ক একদিকে যেমন ব্যক্তির চরিত্র ও আত্মিক শান্তি বিনষ্ট করে, তেমনি অন্যদিকে পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোতে অস্থিরতা সৃষ্টি করে।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এ ধর্ম শুধু নামাজ-রোযার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং ব্যক্তিজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র—যেমন: চিন্তা, আচরণ, সম্পর্ক ও সামাজিকতা—সব কিছুর জন্য রয়েছে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা। ইসলামের বিধান অনুযায়ী পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক কেবল বৈধ পথে—অর্থাৎ বিবাহের মাধ্যমে—স্থাপিত হতে পারে। যেসব সম্পর্ক এই সীমার বাইরে চলে যায়, সেগুলোর প্রতি ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

এখানে মূলত কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে পুরুষ-নারী সম্পর্ক বা "রিলেশনশিপ" বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হবে। এতে ইসলামে সম্পর্কের প্রকৃতি, হারাম সম্পর্কের পরিণতি, হালাল ভালোবাসার রূপ এবং আধুনিক প্রেম-সংস্কৃতির প্রভাব ও করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে। আশা করা যায়, এ গবেষণার মাধ্যমে পাঠক ইসলামি জীবনব্যবস্থার সৌন্দর্য ও সম্পর্ক বিষয়ে এর সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন এবং বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ ঘটাতে পারবেন।

ইসলাম কিঃ

“ইসলাম” শব্দটি আরবি “سَلِمَ” ধাতু থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো শান্তি, আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য। সুতরাং ইসলাম মানে—আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য এবং তাঁর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। ইসলামের অনুসারীদের বলা হয় “মুসলিম”, অর্থাৎ যারা আল্লাহর আদেশে আত্মসমর্পণকারী।

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দীন (ধর্ম) হলো ইসলাম। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তারা নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেন কেবলমাত্র জ্ঞান এসে যাওয়ার পর, পরস্পরের মধ্যে হিংসার কারণে। আর যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে খুবই দ্রুত।

ইসলামের মূল ভিত্তি পাঁচটি (ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ):

১. কালেমা – আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর তাঁর রাসূল ও বান্দা।
২. নামাজ (সালাত) – দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা।
৩. রোজা (সাওম) – রমযান মাসে অনাহারে আত্মসংযম করা।
৪. যাকাত – ধনীদের সম্পদে গরীবের হক আদায়।
৫. হজ্জ – সক্ষম মুসলিমের জন্য জীবনে একবার কাবা শরীফে যাওয়া।

হালাল ও হারাম কি

হালাল" একটি আরবি শব্দ যার অর্থ বৈধ, উপকারী ও কল্যাণ ইত্যাদি। মানুষের জন্য যা কিছু উপকারী ও কল্যাণকর ওই সকল কাজ ও বস্তুকে আল্লাহতায়ালা মানুষের জন্য হালাল বা বৈধ করে দিয়েছেন। এর বিপরীত হলো হারাম। কোন উপার্জন, কোন খাদ্য এবং কোন কর্ম মুসলমানদের জন্য হালাল তা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত রয়েছে।

হারাম" শব্দটি একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ হলো "নিষিদ্ধ" বা "অবৈধ"। ইসলামে, হারাম হলো এমন কিছু যা আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ বা অবৈধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।তেমনি ইসলামে রিলেশনশিপ বিয়ের আগে হারাম বা অবৈধ হিসাবে বলা হয়েছে।

ইসলামে হারাম কাজের মধ্যে রয়েছে মানুষ হত্যা, চুরি-ডাকাতি, মদ্যপান, সুদ, ঘুষ, ব্যভিচার, মৃত পশুপাখির মাংস খাওয়া ইত্যাদি।

ইসলামের দৃষ্টিতে, হারাম কাজ করা গুরুতর পাপ হিসেবে বিবেচিত হয়, এবং এর জন্য পরকালে শাস্তি নির্ধারিত আছে।

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ، يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"যারা অনুসরণ করে ঐ রাসূল নবী উম্মীকে, যাঁকে তারা নিজেদের নিকট তাওরাত ও ইনজিলে লিখিত দেখতে পায়। তিনি তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেন ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেন, তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেন এবং নাপাক বস্তু হারাম করেন। তিনি তাদের থেকে তাদের বোঝা এবং শৃঙ্খল অপসারণ করেন। অতএব, যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে, তাঁকে সম্মান করে, তাঁকে সাহায্য করে এবং তাঁর সাথে অবতীর্ণ নূর (কুরআন) অনুসরণ করে— তারাই সফল।"

সূরা: আল-আরাফ (7:157)

মুমিনের জন্য হালাল ও হারাম আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা।

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

"তালাক (প্রদান করা যাবে) দু'বার। অতঃপর হয় সম্মানজনকভাবে স্ত্রীকে রাখা অথবা উত্তমরূপে বিদায় দেওয়া। তোমরা যা তাদেরকে দান করেছ তা থেকে কিছুই নেওয়া তোমাদের জন্য হালাল নয়, যদি না উভয়ে আশঙ্কা করে যে তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে না। যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে না, তবে তাদের মধ্যে তালাকের বিনিময়ে স্ত্রীর কিছু ফিরিয়ে দেওয়া দোষণীয় নয়। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা, সুতরাং এগুলো লঙ্ঘন করো না। আর যারা আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করে, তারাই জালেম।"

সূরা: আল-বাকারা (2:229)

আল্লাহ তা'লা অন্য আয়াতে বলেছেনঃ
ইরশাদ হয়েছে, 'বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ আল্লাহ তোমাদের যে জীবিকা দিয়েছেন তোমরা যে তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছ? বলুন, আল্লাহ কি তোমাদের এর অনুমতি দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করছ?' (সুরা ইউনুস, আয়াত : ৫৯)

রিলেশন কিঃ

রিলেশন শব্দটি একটি ইংরেজি শব্দ।সহজ বাংলা অর্থে যাকে বলে সম্পর্ক।সম্পর্ক শব্দ টা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হতে পারে।স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক,বাবা-মায়ের মধ্যে সম্পর্ক,ভাই বোনের মধ্যে সম্পর্ক,আত্নীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদি।

রিলেশন শব্দটি সাধারণত দুটি বা ততোধিক ব্যক্তি বা বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান যোগাযোগ বা সংযোগকে বোঝায়। এই যোগাযোগ বা সংযোগটি পারস্পরিক হতে পারে, অর্থাৎ উভয় পক্ষই একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। অথবা, এই যোগাযোগ বা সংযোগটি একতরফা হতে পারে, অর্থাৎ একটি পক্ষ অন্য পক্ষের সাথে সম্পর্কিত।

রিলেশনের প্রকারভেদ:
ইসলামে রিলেশন বা সম্পর্ক দুই ধরনের হতে পারে।
১.হালাল সম্পর্ক
২.হারাম সম্পর্ক

১.হালাল রিলেশন: সম্পর্ক:হালাল সম্পর্ক বলতে আমরা বুঝি যে সম্পর্ক কে ইসলাম সমর্থন করে।যেমন :স্বামী স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক,বাবা মায়ের সম্পর্ক,ভাইবোনের সম্পর্ক ইত্যাদি।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“হে মানুষ! পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র রয়েছে তা খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।”

সূরা: আল-বাকারা (2:168)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“সুতরাং, আল্লাহ তোমাদের যে রিজিক দিয়েছেন তা হালাল ও পবিত্ররূপে খাও, এবং আল্লাহর নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।"

সূরা: আন-নাহল (16:114)

২.হারাম সম্পর্ক: হারাম সম্পর্ক হলো এমন সম্পর্ক যা ইসলাম সমর্থন করে না।যেমন:ছেলে মেয়েদের বিবাহ বহির্ভূত অভিসার,চুপি সারে মিট করা ইত্যাদি।বিবাহ বহির্ভুত এ ধরনের সকল রিলেশন হারাম এবং তা যিনার শামিল।

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“তোমরা যিনার (ব্যভিচার) নিকটেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল কাজ এবং খুবই নিকৃষ্ট পথ।”

সূরা: আল-ইসরা (17:32)

হালাল ও হারাম সম্পর্কের মধ্যে কিছু ধরণ রয়েছে:

রিলেশনশিপের বিভিন্ন ধরন রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে:

স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক :

স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক একটি পবিত্র সুন্দর ও দায়িত্বপূর্ণ সম্পর্ক। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে রয়েছেন বিশ্বাস ভালোবাসা সম্মান সহানুভূর্তী স্বামী-স্ত্রী মধ্যে থাকে গভীর ভালবাসা ও যত্ন একে অপরে সম্পর্ককে মূল্য দিয়ে সুন্দর করে তুলে।

আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তালা বলেন :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“আর তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্যতম হলো এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও, এবং তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।”
(সূরা আর-রূম ৩০:২১)

স্বামী-স্ত্রী একজন আরেকজন কে বিশ্বাস করেন দাম্পত্য জীবন শান্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হলে খোলামেলা কথা বলে সম্পর্ক আরো মজবুত করে।

তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকলে একে অপরে আলোচনা করে সমাধান করা হয় দাম্পত্য জীবনে ভুলক্রুটি হয়ে থাকে বা হবে। ভুলক্রুটি ক্ষমা করার মানসিকতা ও ধৈর্য ধরে চলার মাধ্যমে সম্পর্ক চিরস্থায়ী হয় একসাথে স্বামী-স্ত্রী সময় কাটানো না তারপর যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া এগুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। ধর্মীয় আদর্শ অনুসরণ করলে সম্পর্ক পবিত্র ও আরো সুন্দর হয়।

قال رسول الله ﷺ:
«خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»
(رواه الترمذي 3895)

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে তার পরিবারের (স্ত্রী ও সন্তানদের) কাছে উত্তম। আর আমি আমার পরিবারে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।"
(তিরমিযী)

পিতা মাতার সাথে সম্পর্কঃ

পিতা মাতার সম্পর্ক হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে মধুর সম্পর্ক।আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে পর হচ্ছে মা বাবার সাথে সম্পর্ক।
দুনিয়াতে আগমন করা আগ থেকে মা বাবা কত আগ্রহ নিয়ে বসে থাকে কবে তার সন্তান আসবে। যখন সন্তানের মুখ দেখে মা দুনিয়ায় সব কষ্ট ভুলে যাই। এমন করে মা বাবা মিলে দুজন সুন্দর করে গড়ে তুলে।নিজে না খেয়ে না পড়ে একমাত্র মা বাবা আমাদের বড় করে।নিঃস্বার্থ ভাবে ভালোবাসে।
পিতা-মাতার সম্পর্ক নিয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্পষ্ট, মর্যাদাপূর্ণ ও দায়িত্বশীল।
আল্লাহ তালা কুরআনে বলছেন,

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا)٢٣(
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا)٢٤(

> "তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো। যদি তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হন, তবে তাদেরকে 'উফ্' শব্দটিও বলো না এবং ধমক দিও না; তাদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বলো।

আর তাদের প্রতি দয়াপূর্ণ নম্রতার ডানা বিস্তার করো এবং বলো, ‘হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো, যেভাবে তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন।’”

সূরা বনী ইসরাঈল (১৭:২৩-২৪)

আত্মীয়তার সম্পর্কঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মীয়তার সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মহৎ বিষয়। এটি শুধু সামাজিক দায়িত্ব নয়, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত একটি কর্তব্য। কুরআন ও হাদীসে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মীয়তার সম্পর্ক সুন্দরভাবে উপস্থাপন:

১. আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা ফরজ:

আল্লাহতায়ালা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا <
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নাম নিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে দাবি করো এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করো না।"
— (সূরা আন-নিসা: ১)

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা আল্লাহর নির্দেশ। এটি শুধু একটি সামাজিক নৈতিকতা নয়, বরং একটি ধর্মীয় দায়িত্ব।

আত্মীয়তা রক্ষা করলে বরকত ও আয়ু বৃদ্ধি পায়:

রাসূল (সা.) বলেছেন:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ <

"যে ব্যক্তি তার রিযিক বৃদ্ধি এবং আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি কামনা করে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।"
— (বুখারি ও মুসলিম)

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম:

রাসূল (সা.) বলেছেন:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

"আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"
— (সহীহ মুসলিম)

নবী করীম (সা.) বলেছেন:
"যে আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান রাখে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।"
— (সহীহ বুখারি)

ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মীয়তার সম্পর্ক হলো এক মহামূল্যবান আমানত। এটি রক্ষা করা ইমানের দাবি, বরকতের কারণ, এবং জান্নাত লাভের মাধ্যম। এমনকি যদি আত্মীয়রা অন্যায় করে বা কষ্ট দেয়, তবুও তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। ইসলাম শান্তি, ভালোবাসা এবং সৌহার্দ্যের ধর্ম—আর আত্মীয়তার সম্পর্ক সেই শান্তির একটি বড় মাধ্যম।

ইসলামের দৃষ্টিতে হারামঃ

ইসলামের মূল ভিত্তি হলো আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলা এবং যা নিষিদ্ধ তা থেকে দূরে থাকা। হারাম কাজগুলো মানুষের জন্য ক্ষতিকর এবং সমাজের জন্য অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে, তাই এগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
আল্লাহ তা'আলা যা হারাম করেছেন, তা মানুষের জন্য ক্ষতিকর — দুনিয়াতে হোক বা আখিরাতে।যেমন:
মদ হারাম করা হয়েছে, কারণ এটি বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট করে, সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।
আল্লাহ তাআলা আমাদের ও পৃথিবী, গ্রহ, সব তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তিনিই ভালো জানেন, আমাদের জন্য কোনটি কল্যাণকর। কোনটি অকল্যাণকর। হারাম ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের জন্য অকল্যাণকর বিষয়গুলো চিহ্নিত করে দিয়েছেন। তাই হারাম মুসলমানদের জন্য অবশ্যই বর্জনীয়।আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা
তিনি তার বান্দাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন তিনি অত্যন্ত মোহাব্বত ও ভালোবেসে আমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি কখনোই চান না বান্দা অমঙ্গল আমাদের এজন্য হারাম থেকে বিরত থাকা নির্দেশ দিয়েছেন
সুদ হারাম, কারণ তা দরিদ্রকে আরও দরিদ্র করে, ধনীর সম্পদ বৃদ্ধি করে — এতে সামাজিক বৈষম্য বাড়ে।

ব্যভিচার হারাম, কারণ তা পরিবার ধ্বংস করে, অশ্লীলতা ছড়ায়, এবং সন্তানদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে তোলে।

আল্লাহ তাআলা যা হালাল করে দিয়েছেন তা হালাল বলে মনে করতেই হবে। তিনি হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম মনে করে অবশ্যই বর্জন করতে হবে। হজরত আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

‘আল্লাহ তাআলা কোরআনে যা হালাল করে দিয়েছেন তা-ই হালাল। যা হারাম করে দিয়েছেন তা-ই হারাম। আর যে সম্পর্কে তিনি চুপ থেকেছেন তা মানুষের জন্য

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষ ছাড় (যা করাও যাবে ছাড়াও যাবে, তা নিয়ে তেমন কোনো চিন্তাও করতে হবে না)। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সেগুলোকে সেভাবেই গ্রহণ করো। কারণ, আল্লাহ তাআলা ভুলে যাওয়ার নন। অতঃপর তিনি উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন যার অর্থ: তোমার প্রভু কখনো ভুলে যাওয়ার নন। (হাকিম ২/৩৭৫)

ইসলামে যা নিষেধ করা হয়েছে তাকে হুদূদ বলে। হুদুদ বলতে যা করা তো দূরের কথা কাছেও যাওয়া যাবে না। এই নিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘এগুলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বাতলানো সীমা। অতএব তোমরা সেগুলোর নিকটেও যাবে না।’ (সুরা: বাকারা ১৮৭)

হারাম কাজগুলি সাধারণত নিজের বা অন্য কারো ক্ষতি করে, এবং এগুলোকে বর্জন করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সর্বদা হারাম কাজ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করব। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন।

ইসলামে দৃষ্টিতে হারাম রিলেশনশিপঃ

ইসলামী শরীয়তে রিলেশনশিপ সম্পূর্ণ হারাম এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। রিলেশনশিপ মানুষকে পাপের অতলে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়।হারাম রিলেশন কখনো আরো জীবনে স্বস্তি বয়ে আনে না এটি মানুষকে আস্তে আস্তে ধ্বংস করে দেই। রিলেশনশিপ লাস্ট পরিনতি বেশি ভাগ হচ্ছে বিচ্ছেদ, ধোঁকা।

অনেক ছেলে মেয়ে মনে করে আমরা বিয়ে করে হালাল করে নিব। কিন্তু পরিশেষে দেখা যায় আর এক হওয়া হয় না যার ফলে সৃষ্টি হয় ডিপ্রেশন হতাশ।
বিবাহের মাধ্যমে ছেলে মেয়েদের রিলেশন হালাল রিলেশন। সে হিসেবে বিবাহ বহির্ভূত রিলেশন হারাম এবং যিনার সামিল। বিবাহ ছাড়া অবৈধ কোন যৌন তৃপ্তি লাভ করা জিনা। বিবাহ সম্বন্ধ তৈরির পর রিলেশন পবিত্র ও ছাওয়াব অর্জন হয়।

حديث:

«لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم»

“কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সঙ্গে একাকী না হয়, যতক্ষণ না তার সঙ্গে কোনো মাহরাম (নিকট আত্মীয়) থাকে।”
সূত্র: সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩০০৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৩৪১

অন্য আরেকটি হাদিসে এসেছে,

حديث:

«ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما»

“কোনো পুরুষ ও নারী একান্তে মিলিত হলে তাদের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি হয় শয়তান।”
সূত্র: জামে তিরমিজি, হাদিস: ২১৬৫

হারাম রিলেশনশিপ জিনা ব্যাভিচারের নামান্তর।

জিনা ব্যভিচার বলতে ইসলামী শরীয়া মোতাবেক বিবাহ ছাড়া অবৈধ পন্থায় যৌন তৃপ্তি লাভ করা কি বুঝায় বিবাহের সম্পর্ক ছাড়া দুজন মানুষের (পুরুষ এবং মহিলা) মধ্যে যৌনক্রিয়া।

জিনা হল ইসলামিক বৈবাহিক নিয়ম অনুযায়ী পরস্পর বিবাহের সম্পর্ক স্থাপন না করে দুই মুসলিম নারী পুরুষ অবৈধ মিলামিশা করে যা ধর্মীয় একটি নিষেধাজ্ঞা সম্পর্ক ।

পবিত্র কুরআনে আছে,

وَلا تَقرَبُوا الزِّنا إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبيلًا

আর যিনা-ব্যভিচারের কাছেও যেও না, তা হচ্ছে অশ্লীল কাজ আর অতি জঘন্য পথ।

(সূরা বানী ইসরাঈল – ৩২)

হাদিসে পাকে আছে –

রাসূল (সা) বলেছেন, ‘মানুষ তার সমগ্র ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জিনা করে। দেখা হচ্ছে চোখের জিনা, ফুঁসলানো কণ্ঠের জিনা, তৃপ্তির সাথে কথা শোনা কানের জিনা, হাত দিয়ে স্পর্শ করা হাতের জিনা, কোনো অবৈধ উদ্দেশ্যে পথ চলা পায়ের জিনা, এভাবে ব্যভিচারের যাবতীয় ভূমিকা যখন পুরোপুরি পালিত হয়, তখন লজ্জাস্থান তার পূর্ণতা দান করে অথবা পূর্ণতা দান থেকে বিরত থাকে’।

(বুখারি, মুসলিম ও আবু দাউদ)

আরেকটিতে "মহানবি বলেন, আমি স্বপ্নে জাহান্নামে একটি চুলা দেখতে পেলাম যা উপরের দিকে সরু এবং নিচের দিকে প্রশস্ত ছিল। যেখান থেকে নর নারীর প্রবল চিৎকার ভেসে আসছিল। কিছুক্ষণ পর দেখলাম সেই চুলার উত্তপ্ত শিখার সাথে তারাও উপরে উঠছে আর নিচে নামছে। আমি আগন্তুক কে বললাম, এদের এমন বিভৎস শাস্তি দেওয়া হচ্ছে কেন? আগন্তুক বললো, এরা অবৈধ সম্পর্ককারী নারী পুরুষ"

[বুখারি: হাদিস নং ৭০৪৭ এর অংশ]

একটা বেগানা নারী/পুরুষের সাথে দিনের পর দিন হারাম রিলেশনে থেকে আপনার "দুনিয়া ও আখিরাত" উভয়ই বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। আর এই আল্লাহর অবাধ্যতায় ডুবে থেকে আপনি কখনো ভালো থাকতে পারবেন না। আপনার ইমান,আমল, সময় , বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব ধ্বংস হয়ে যাবে।শেষ পর্যন্ত যে হারাম রিলেশনে থাকা মানুষটিকে তুমি জীবন সঙ্গী হিসেবে পাবে তারও কোনো গ্যারান্টি নেই। আর পাপগুলো আপনার 'আমাল নামায় ঠিকই যুক্ত হচ্ছে

অধিকাংশ হারাম রিলেশনের শেষ পরিনতি হয় বিচ্ছেদ ও ধোঁকা। এগুলো তো আপনাকে নতুন করে গেলানো লাগবে না আশা করি কেননা আপনি কচি শিশু নন যে আপনাকে মুখে তুলে খাওয়ানো লাগবে।চারপাশের পরিস্থিতি দেখে বুঝতেই তো পারছেন এর ভয়াবহ পরিণতি। কত যুবক পাগল হয়ে গেছে,কতো নারী তার সতীত্ব হারিয়েছে, কতো যুবক -যুবতীর মুখে চুলকানি লেগেছে সাথে পরিবারের মুখেও লেগেছে। আর কতো যুবক-যুবতী এসব ডিপ্রেশন সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে তার হিসেব নেই।

এখন আপনি যদি এটা ভাবেন যে বিয়ের করার উদ্দেশ্যে আপনি তার সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছেন,কোনো বেপর্দা মেয়েকে পর্দাশীল করার জন্য প্রেম করা, গাঞ্জাখোর ছেলেকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রেম করা, ওর সাথে প্রেম না করলে সে হাত-পা কেটে নিজের ক্ষতি করবে তাই ওর ভালোর জন্য একটু-আধটু রিলেশন করা, প্রেম না করলে কষ্ট পাবে সে ইত্যাদি যতো বাহানা এগুলো সব শয়তানের ধোঁকা। আপনি মনে করতে পারেন আপনার সাদা মনে তো আর কাঁদা নেই। কিন্তু না, এগুলো হলো সবই শয়তানের জাল। মানুষের উপকার করার বহু উপায় আছে । তবুও হারাম রিলেশনে জড়িয়ে নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবেন না।।

এটা মনে রাখবেন_ হজ্বের উদ্দেশ্যে যেমন ডাকাতি করা জায়েয নেই, কোরবানির উদ্দেশ্যে যেমন গরু চুরি করা জায়েয নেই।ঠিক তেমন বিবাহের উদ্দেশ্য হারাম রিলেশনে থাকাও জায়েজ নেই। আপনি মদের সাথে জমজম কূপের পানি মিশালেও তা হারামই থাকবে, হালাল হবে নাহ।কেউ যদি বিসমিল্লাহ বলে মদ পান করে হালাল মনে করে তাহলে সে কাফের হয়ে যায়। আপনি যদি হারামকে হালাল মনে

করেন তাহলে আপনিও কাফের হয়ে যাবেন। আল্লাহ ও তার রাসূল স: যা নিষেধ করেছেন কারো বাপের সাধ্য নাই সেটাকে হালাল করবে।

"বিয়ে হচ্ছে দ্বীনের অর্ধেক " নবীর সুন্নাহ। তাই হালাল সম্পর্ককে হারামের মাধ্যমে পূর্ণতা দেয়া ইসলাম সমর্থিত নয়।

বয়ফ্রেন্ড হলো ছদ্মবেশী দর্শক। আর গার্লফ্রেন্ড হলো ছদ্মবেশী পতিতা।বয়ফ্রেন্ড/গার্লফ্রেন্ড কখনো দ্বীনদার হয় না আর দ্বীনদার ছেলে কখনো বয়ফ্রেন্ড/গার্লফ্রেন্ড হয় না।বিয়ের আগে যতো নন মাহরাম ছেলে-মেয়ের রিলেশন ও বন্ধুত্ব আছে তা সবই হারাম।এর নাম হারাম রিলেশনশিপ যার অপর নাম যিনা।আর যিনার শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যন্ত ভয়াবহ। যাকে দেখে আপনার (ছেলে-মেয়ে উভয়েরই) চোখ সরিয়ে নেওয়া আবশ্যক সেখানে তার সাথে কিভাবে এসবে জড়াতে পারেন?

আপনি মনে করছেন, এতেদিনের রিলেশন সে তো কষ্ট পাবে...??
যিনি তোমাকে সৃষ্টি করলেন, তার আদেশের
চেয়ে হারাম সঙ্গীর সাময়িক কষ্ট তোমার
কাছে বড় হয়ে গেলো? এই ঈমান নিয়ে
কিভাবে চিরস্থায়ী জান্নাতের স্বপ্ন দেখছেন?

হারাম রিলেশন ছাড়তে পারছেন না?
নিজেকে প্রশ্ন করুন, "এখন আমার মৃত্যু চলে আসলে, যার মোহে জড়িয়ে রব্বের অবাধ্য হচ্ছি সেই হারাম সঙ্গী কি আমার সঙ্গে কবরে যেতে চাইবে? নাকি আমার কবরে আমাকেই থাকতে হবে। রব্বের অবাধ্যতার কাজে লিপ্ত থাকলে আমার কবরের প্রথম রাত কেমন হতে পারে?"

এখনো সময় আছে, ভাবুন...
আপনি কী শয়তানের হারাম রিলেশনশীপের ফাঁদে পড়ে দুনিয়া ও আখিরাত বিপন্ন ও বরবাদ করবেন নাকি আপনার প্রিয় প্রতিপালক আল্লাহর আদেশ ও নবীর

সুন্নতের আলোয় নিজেকে সাজিয়ে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে সাফল্য ও কল্যান চাইবেন!

হে আমার মায়ার মুসলিম ভাই ও বোন
ফিরে এসো রবের পথে, তোমার রব তোমাকে ভুলে যাননি। তিনি তো মহা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। তিনি তোমাকে ক্ষমা করবে আর আপনার উপর উনার রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষিত করবেন।

আল্লাহ পাক বলেন,

.يا أَيَّتُهَا النَّفسُ المُطمَئِنَّةُ .ارجِعي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرضِيَّةً
فَادخُلي في عِبادي.وَادخُلي جَنَّتي

হে প্রশান্ত আত্মা!, তোমার রব-এর দিকে ফিরে এসো সন্তুষ্ট হয়ে এবং (তোমার র-এর) সন্তুষ্টির পাত্র হয়ে।অতঃপর আমার (নেক) বান্দাহদের মধ্যে শামিল হও।আর আমার জান্নাতে প্রবেশ করো [সূরা আল ফাজর – (২৭-৩০)]

আজই এবং এখনই ভেঙে ফেলুন, শয়তানের হারাম রিলেশনশীপের ফাঁদের মায়াজাল আর হারাম রিলেশনশীপ নামক শয়তানের ফাঁদ কে চিরতরে না বলুন। ভালো কাজে দেরি করতে নেই যাতে র'হমত টা তাড়াতাড়ি বর্ষিত হয়।

রিলেশন নয় যিনাঃ

বর্তমান ছেলে মেয়ে উভয় একসাথে জাস্ট ফ্রেন্ড, বেস্ট ফ্রেন্ড,একসাথে ঘোরাঘুরি যেন নিত্য প্রয়োজনীয় হয়ে গেছে। ছেলে-মেয়ে একত্রে একসাথে বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট, আড়ালে প্রকাশ্যে শুরু করে সব কিছুতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন করে আস্তে আস্তে রিলেশনের দিকে ঝুকে পড়েছে। রিলেশন করে একজন আরেকজনের প্রতি অনেক অধিকার দাবি কাটানোর মাধ্যমে শারীরিক সম্পর্কে জড়িত হয়ে যাচ্ছে। যা যিনা ইসলামের স্পষ্ট নিষিদ্ধ।

জিনা শরীয়তে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথমত শারীরিক যিনা,

এটি হলো একজন পুরুষ নারী বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া শারীরিক মিলন করা তাদের জৈবিক চাহিদা পূরণ করা ইসলামে এটি সবচেয়ে গুরুতর পাপ এবং এজন্য শাস্তি বিধান রয়েছে।

বিবাহিত ব্যক্তির জিনা

ইসলামী শরীয়তে বিবাহিত ব্যক্তি চেনা করলে মৃত্যুদণ্ড প্রযোজ্য যদি চারজন বিশ্বস্ত সাক্ষী থাকে এবং স্বীকারোক্তি দেই

অবিবাহিত ব্যক্তির যিনা:

অবিবাহিত ব্যক্তি যিনার করলে একশত ব্যাত্রাঘাত করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ অঙ্গের জেনা

এই জিনা সরাসরি শারীরিক সম্পর্ক নয় বরং যেসব কাজ যিনার পথে নিয়ে যেতে পারে সেগুলোকে বোঝায়।

নিচে সেগুলো উল্লেখ করা হলো:

চোখের জিনা:

চোখ দিয়ে হারাম অশ্লীল কোন কিছু দেখা।

এই ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
"চোখের যিনা হলো দৃষ্টি" (সহিহ মুসলিম)

কানের জিনা:
অশ্লীল কথা গান যৌন উত্তেজক গল্প কথোপকথন শোনা।

জিহ্বার যিনা:
অশ্লীল কথা বলা, ফ্লার্টিং করা, প্রলোভন দেওয়া।

হাতের যিনা:
পর নারী বা পুরুষকে হারামভাবে স্পর্শ করা বা ধরাধরি করা।

পায়ের যিনা:
হারাম স্থানে যাওয়া (যেমন: গোপন সাক্ষাৎ, অসৎ উদ্দেশ্যে দেখা করা)।

মনের যিনা:
কু-চিন্তা, কু-বাসনা লালন করা, হারাম কামনার স্বপ্ন দেখা।

উল্লেখযোগ্য হাদীস:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

আদম সন্তানের জন্য যিনার একটি অংশ লেখা আছে। সে তা থেকে নিস্তার পাবে না। চোখ যিনা করে — তা হলো দৃষ্টি; জিহ্বা যিনা করে, তা হলো কথা; মন যিনা করে — তা হলো কামনা। এরপর লজ্জাস্থান তা বাস্তবায়ন করে বা না-ও করে।”
— (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

হারাম রিলেশন জীবন ধ্বংস ছাড়া কিছুই নয়...

হারাম রিলেশন আমাদের সমাজে বহুপ্রচলিত একটি শব্দ রিলেশন ছাড়া আজকাল যেন চলেই না। রিলেশন ছাড়া এমন লোক পাওয়া যতটা না মুশকিল, কারো সাথে রিলেশনশিপে নেই সেটা বুঝানো আর কঠিন।

বর্তমান প্রজন্ম কোন না কোনভাবেই ছড়িয়ে পড়েছে জীবন ধ্বংসকারী বস্তু এই রিলেশনে।কারণ, রিলেশন করা যাবতীয় উপকরণ এখন হাতের মুঠো।এখন আর আগের মত চিঠি লিখতে হয় না দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হয় না, এখন যেকোনো মেসেজ ছবি মুহূর্তে সহজেই কাঙ্ক্ষিত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়।

মানুষ যেমন পাগল হয়ে রিলেশনে জড়ায় ঠিক তেমন করে এ রিলেশন পৌঁছে দেয় মৃত্যুর দরজায়। রিলেশন কর যায় সহজে কিন্তু তার টিকে না শেষ অবধি।ভালো কাউকে পেলে ছেড়ে চলে যায় আবার কেউ অন্য কারো প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায় মোট কথা হারামে আরাম মিলে না।

রিলেশনে প্রথম জড়ানো দিকটা যতটা সুখ অনুভব হয়, আস্তে আস্তে পৌঁছে দেই হতাশায়।

বআমাদের দেশে অধিকাংশ রিলেশনগুলো হয় সমবয়সীর সাথে। জীবনের যে সময়টা জীবন গড়ার সময় জীবন সাজানো কথা সে সময়টা তারা নষ্ট করে দেই এ মেয়ে পটাতে। আর মেয়ে নষ্ট করে দেয় ধরে রাখতে। একটা সময় এই রিলেশন টিকে না। মেয়েটার বিয়ে হয়ে যায় ছেলেটার জীবন নেমে আসে একরাশ হতাশ

ধরুন,

আপনি একটি রাস্তার পাশ দিয়ে যাচ্ছেন একটি গাছে সুন্দর একটি আম আপনার সেটা ভীষণ পছন্দ হলো। কিন্তু আপনি সেটা অনেক চেষ্টা করেও নিজের আয়ত্ত আনতে পারলেন না একদিকে সীমানার কাটা তার অন্যদিকে পাহারা দিচ্ছে চৌকস পাহারাদার।

আপনি না পেয়ে সোজা চলে গেলেন মালিকের কাছে। মালিককে বললেন, মালিক আপনাকে আমটি পেরে দিল এবং আপনি তৃপ্তি মনে খেলেন তখন মালিকের সাথে আপনার পছন্দের বিষয় বিস্তারিত বললেন তখন মালিক হাসলো এবং বলল যে এই আমটি আমার গাছের সবথেকে বাজে আম। আমগুলো দেখতে সুন্দর কিন্তু পোকা ধরে যায় অথবা টকের জন্য খাওয়া কষ্টকর ভীষণ।

ঠিক তেমনি হারাম রিলেশনশিপ আমরা হঠাৎ করে কারো উপর মুগ্ধতা ছড়িয়ে পড়ি। প্রাণপণ চেষ্টা করে তাকে জীবনসঙ্গী করে পেতে অথচ আমরা জানি না সে আমার জীবন সঙ্গী কিনা এবং তাও জানিনা সে আমার দিন এবং দুনিয়ার সাথে যাবে কিনা আমাদের মাকসাদ একটাই শুধু তাকেই চাই বুঝতেই চাই না আমার জন্য সে উত্তম হতেও পারে নাও হতে পারে এমনও তো হতে পারে তাকে পেলাম টিক কিন্তু সুখের ছোঁয়া পেলাম না তবে তু এই চাওয়া মন্দ ছাড়া কিছুই না।

হালালে খুঁজো সুখ
হারামে রেখে দূরে,
সব হারিয়ে কাঁদতে হবে না,
আধারে ঢাকা ভোরে।

দোয়া করতেই থাকুন, কবুল হবেই

আমরা অল্পতেই ধৈর্য হারা হয়ে যায় এবং বলতে থাকি আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করতেছে না আমার একটা দোয়াও কবুল হচ্ছে না আল্লাহ তালা মনে হয় আমাকে অনেক ঘৃণা করে আমাকে মনে হয় আল্লাহ তালা ভালোবাসে না। আল্লাহ চাইনা আমার ভালো কিছু আল্লাহ আপনি কি দেখেন না। হয়তো সবাই আমাকে খুব ঘৃণা করে।

আসলে আল্লাহ তায়ালা আমাকে বা আপনাকে যে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে এটা তার বড় প্রমাণ কিভাবে,

আমরা যখন দুনিয়ার কাউকে ভালবাসি। যখন তিনি বুঝেন যে আমরা তাকে ভালোবাসি তখন কখনো কখনো আরও ভালোবাসা পেতে না বোঝার ভান করেন।ভালোবাসাটা উপভোগ করেন,

সেইম আল্লাহ তায়ালা আমাদের ভালবাসাকে নিখুত করতে কখনো কখনো ডাকে তিনি চান আমার বান্দা আমাকে আরো ডাকুক। তিনি তো জানেন, না দিলে আমাদেরকে দেওয়া মত কেউ নেই, তিনি জানেন,তিনি না শুনলে কেউ শুনার নেই, তিনি সর্বস্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

আমরা অল্পতেই হাপিয়ে যাই হচ্ছে না আমার দোয়া কবুল মনে হয় হবে না। অথচ আমাদের কোন দোয়া দুনিয়ায় প্রতিদান পাই না পাই আখিরাতে তো পাবই।মহান আল্লাহ তাআলা তো বুঝেন আমাদের দোয়া কখন কবুল করা প্রয়োজন।

যেমন আমরা মা বাবার কাছে অনেক কিছু আবদার করি যেটা আমাদের ক্ষতি। ধরেন আমার অনেক জ্বর ঠান্ডা কাশি এ অবস্থায় আমি আমার বাবার কাছে আইসক্রিম খেতে আবদার করলাম তখন আমার বাবা বারণ করলো কারণ তিনি জানেন আমার জ্বর ঠান্ডা কাশি আইসক্রিম খেলে শরীর আরো অসুস্থ হবে।

কিন্তু আমি যখন সুস্থ হই আমার বাবা আমার জন্য ফ্রিজ ভর্তি করে রেখে দিলেন। তা দেখে আমি আমি মহা খুশি হয়।

এটাই বোঝায়,বাবা বুঝেছিলেন তখন আমার জ্বর টা পড়ে যাচ্ছে।ওই সময় আইসক্রিম তার প্রতি ক্ষতি ডেকে আনবে তাই দেন।

যখন আমি সুস্থ হয়ে যাই তখন আমাকে আইসক্রিম দিলেন বাবা হয়ে যদি এতটা ভালো বোঝে তবে সকল কিছুর স্রষ্টা যিনি তিনি কেমন বোঝেন। একটু ভাবুন তো,

উনি জানেন আমাদের কখন কি প্রয়োজন। তাই কখনো চাওয়ার সাথে সাথে দিয়ে দেন। উত্তম মনে হলে পরে দেন। ক্ষতির আশঙ্কা হলে বাদ দেন। তুলে রাখেন পরকালে দেওয়ার জন্য।

তিনি তো আমাদের উত্তম অভিভাবক আর অভিভাবক হিসেবে তিনি যথেষ্ট। আমাদের ধৈর্য প্রয়োজন, প্রয়োজন আল্লাহ সুবহান আল্লাহ তাআলার প্রতি পূর্ণ আস্থা।

আল্লাহ ব্যতীত আমাদের কোন উপাস্য নেই আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। আমাদের সব সময় দোয়া করার সময় মনে রাখতে হবে আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আমাদের মা-বাবা থেকেও বেশি ভালোবাসেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ১০০% এর ৯৯ ভাগ ভালোবাসে আর এক পারসেন্ট মা-বাবা ভালবাসে যদি মা-বাবার এক পারসেন্ট ভালোবাসা আমাদের জীবনে এত প্রভাবিত করতে পারে তাহলে আল্লাহ সুবহান আল্লাহ তাআলার ভালবাসা কেমন হতে পারে। আল্লাহ আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন যতক্ষণ না এটা আমাদের মনে গেঁথে নিতে পারবো ততক্ষণ আমাদের মনে আল্লাহ প্রতি মহব্বত বাড়বে না। দোয়ার মধ্যে খুশু খুজু আসবেনা আমরা সব সময় আল্লাহ তাআলা উপর বিশ্বাস রাখব।

হাদিসে আসছে,
"নিয়্যাতের ওপর সবকিছু নির্ভরশীল"।

যখন দোয়া করব তখন নিয়ত শুদ্ধ করে নিব।যখন দোয়া করব আমরা ধরে নিব আল্লাহ তা'আলা আমাকে অবশ্যই দিবেন দুনিয়া নয়তো বা আখিরাতে।

আর আমরা রবের কাছে চাইতে জানি না কাতর হয়ে বলতে বুঝি না। তিনি তো চানই আমাদের দিতে । তবে কেন পাচ্ছি না।

আফসোস আমরা রবের কাছ থেকে কিছু আদায় করে নিতে পারি না। কখন চাইতে হবে তাও জানিনা। কান্না না আসুক, কান্নার ভান করতে হবে, তাও বুঝি না, আমাদের শুধু অভিযোগ,রব আমায় দেন না।দোয়া কবুল করে না।

তাহাজ্জুদে ওঠে দু রাকাত স্বালাত আদায় করুন। আল্লাহর কাছে কাঁদুন হৃদয়ে লুকানো কথা গুলো বলুন। সেজদায় লুটিয়ে পড়ুন কান্না বড়া কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করুন। ইস্তেগফার করুন, আর বলুন হে আমার আল্লাহ আপনি না দিলে আর কে দিবে তুমি না দিলে যেমন তোমার কোন লাভ হবে না, তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

কিন্তু আমি না পেলে হেরে যাবো আমার রব আমাকে দিবেন অবশ্যই দিবেন জানি। এছাড়া আমার আর কেউ নেই আপনি থাকলে আর কারো দরকার নেই।

মন খারাপ সব সময় হোক জায়নামাজে, মন খুলে অশ্রুসিক্ত হয়ে মালিকের কাছে বলুন।

আসবেই সমাধান।

হা হতাশ তো আপনার জীবনে শুধু আনবে হতাশা।

রিলেশন ভেঙে, জীবন পড়ে গাঙ্গে

খুবই ক্লোজ একজন কাছের বান্ধবী ছিল। সে সবসময় আমার সাথে শেয়ার করত সবকিছু। হুট করে একদিন বলতে লাগল তার জীবনে কিছু কথা।

দিনগুলো ভালোই কাটছিল। সময়গুলো আল্লাহর ইবাদাতেই কাটত।হঠাৎ করেই একজনের প্রেমে পড়ে গেলাম। করলাম ভালোবাসা নিবেদন। একটা সময় এসে সে চলে যাওয়ার অনুনয় করে কারণ হিসেবে বলেন তার পরিমাণ মানবে না আমাকে তার পরিবারের সাথে যায় না, তার সাথে মানাবে না ইত্যাদি নানার ধরনের কথা। সে টিকই সব কিছু ভুলে দিব্যি ভালো আছে। আমি শুধু তাকে হারাইনি। আমি শুধু হারিয়েছি আমার রব কে। বিলীন করেছি নিজের সাজানো গোছানো ক্যারিয়ার

তখন আমি তাকে বললাম,

দুনিয়ার কারো প্রিয় হতে যতটা কাঁদি রবের প্রিয় হতে যদি তার কয়েক ফোটা চোখের জল ফেলতাম। আসমান জমিন যা কিছু আছে সকলের প্রিয় হয়ে যেতাম।

ভালোবাসার স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা না জন্মে যে ভালোবাসা সৃষ্টির প্রতি জন্মে তা কখনো প্রকৃত ভালোবাসা হতে পারে না। ভালোবাসা হোক শুধু রবের জন্য।

আমার কথায় বুঝতে পারছিলাম সে অনুতপ্ত। প্রিয়জন হারানো যে ব্যাথা না পাওয়া যে দুখ, তা দুই একটা নীতিকথা শুনে দিলেই মুছে ফেলা যায় না, দরদ দিয়ে আগলে নিতে হয় কটু কথা না বলে, হয়ে যাওয়া ভুল সামনে না এনে, হৃদয়ের পুরো মায়ায় আগলে নেওয়ার মাধ্যমে এই ব্যাথা দূর করে রবের মোহাব্বত দিলে তৈরি করা যাই।

মানুষের ধর্ম ভালবাসা। দিনগুলো তৈরি ভালোবাসার জন্যই। যে একবার ভালোবেসে অভ্যস্ত হয়েছে তাকে কখনো ভালোবাসা থেকে ফিরে রাখা যায় না। এ দিল বারবার ভালবাসতে চায় আজ একজন তো কাল আরেকজন তা অভ্যাসে পরিণত হয় কাউকে না কাউকে দিলে ভালবাসতে চাই শূন্যতা মেনে নিতে পারে না। কেমন যেন নেশা দাঁড়ানোর মত।ওই সমস্ত লোক যেমন নেশা না করে থাকতে পারে না। তার সারা শরীরে কম্পন সৃষ্টি করে ঠিক তেমন একবার কাউকে ভালবেসে ফেললে আর টিকে থাকা যায়না। মানুষকে ভালোবাসা ভীষণ কষ্ট দেয়। এজন্য ভালোবাসা সম্পর্ক হোক রবের সাথে তবে তো জীবন হবে পূর্ণ। পৃথিবীর সব দুঃখ কষ্ট যেখানে শূন্য ভালোবাসার স্রষ্টাকে পেয়ে গেলে কি চাই আর।দুনিয়ার ভালোবাসার তুলনা ছাই।

তারপর আমার বান্ধবীকে অনেক কিছু বুঝলাম কয়েকটা আমল দিলাম। আর তা কে বললাম প্রেম বিষয়ক গল্প উপন্যাস কোন ঘটনা না পড়া। সবকিছু শোনা থেকে দূরে থাকতে বললাম কারণ এইসব শোনার পর জানার পর পড়ার পর সৃষ্টি হয় আরো হতাশ বাড়ে। সবসময় ওযু রাখার চেষ্টা করা, শয়তান থেকে নিজেকে দূরে রাখা মুখে সবসময় দরুদ ইস্তেখার জিকির আযকার করা।সময় পেলেই কোরআন পড়া নফল নামাজ পড়া বেশি বেশি আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া তিনি রক্ষা করবেন। শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে। তাকে বারবার ডাকলেই তবে তিনি তোমার দিলে সবটা জুড়ে জায়গা করে দিবেন বাঁচা যাবে। কাউকে ভালোবাসে না পাওয়ার হতাশ থেকে । ইং শা আল্লাহ

হারাম রিলেশন থেকে বেঁচে থাকার কয়েকটি উপায়:

হারাম সম্পর্ক থেকে উত্তরণের প্রথম পথ হলো দ্রুত এই সকল গুনাহ বর্জন করে আল্লাহ তায়ালার ওপর তাওয়াককুল ও ইস্তেগফার করা। এবং সকল প্রকার গুনাহ বর্জন করে ইমান-আমল ও আখলাক হাসিলের উদ্দেশ্যে নিজের জীবনের লাগাম টেনে ধরে হক্কানি কোনো আল্লাহ ওয়ালার হাতে তা সোপর্দ করা। কেননা আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবত-সংশ্রব ব্যতীত গুনাহ ও হারাম সম্পর্ক বর্জন করা সম্ভব নয়। হারাম রিলেশনশীপ থেকে বের হওয়ার উপায়ঃ
হারাম রিলেশন থেকে দূরে থাকার জন্য সবচেয়ে বড় উপায় হলো 'আবেগ' কন্ট্রোল করা। কারন আপনি যখন এই আবেগি নফসকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, তখন হারাম থেকেও দূরে থাকতে পারবেন ইনশাআল্লাহ সুতরাং 'আবেগকে' কন্ট্রোল করতে শিখুন!

হারাম নয় অপেক্ষা হোক হালালের জন্য! এই ফালতু আবেগকে কন্ট্রোল করতে পারলেই জীবন সুন্দর।

নিয়মিত এই আয়াত পাঠ করা।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ

(آل عمران - ৪)

হে আমাদের রব! হেদোয়াত দেওয়ার পর আপরি আমাদের অন্তরসমূহকে বক্র করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের রহমত দান করুন। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা।

★ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের এহতেমাম করা। এছাড়া শরীয়তে অন্যান্য বিধিবিধান মেনে চলা।
★ নজর হেফাজত করা। শতভাগ পর্দা করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়া।

★যেকেনো একজন আল্লাহ ওয়ালাকে মুহাব্বত করে তার নির্দেশিত পথ ও পদ্ধতিতে নিজের জীবন পরিচালিত করা।

★গুনাহ এড়িয়ে চলা এবং অধিক হালে আহলুল্লাহ ওলামায়ে কেরামের ওয়াজ নসিহতগুলো শোনা।

★অত্যান্ত ধ্যান ও খেয়ালের সাথে সকাল-সন্ধা ছয় তাসবিহের আমল করা।

★ অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসা লাভের আশায় দৈনন্দিনের আমলে পুরোপুরি সুন্নতের অনুসরণ করা। এবং সর্বদা আল্লাহ তায়ালার উপস্থিতি কল্পনা করা। আল্লাহ তায়ালা তাওফিক দান করুন।

★ আমি আল্লাহ'র জন্য ফিরে এসেছি, আল্লাহ'র অবাধ্য হয়ে কঠিন শাস্তি ভোগ করা সম্ভব না। তার চেয়ে উওম প্রতিদান আমার জন্য রেখেছেন এই চিন্তা অন্তরে গেঁথে ফেলা।

★ সময়ের সাথে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে ইনশা-আল্লাহ্। এই কথা মনে রাখা।

★মন ভাঙ্গা আর মসজিদ ভাঙ্গা, এমন কথায় কান না দেওয়া। হারাম থেকে বাঁচতে কারোর মন ভাঙ্গা ফরজ।

★ এমন বন্ধুর সাথে না চলা, যে আপনাকে তার কথা মনে করিয়ে দিবে।

★ ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তাকে ব্লক দেওয়া ও তার সাথে সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া।

★ তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস গড়া এতে মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সহজ হয়ে যাবে।

★ বিভিন্ন ইসলামিক বই পড়ায় ব্যস্ত থাকা। এতে মন নরম হয়ে যাবে। ইসলামের প্রতি জ্ঞান বাড়বে।

★ নিজেকে ছোট বড় ভালো কাজে ব্যস্ত রাখা এতে কাজে মনোযোগ বৃদ্ধি পাবেও শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

★ সকল কাজের জন্য রবের কাছে হিসাব দিতে হবে মৃত্যুর পর। এই কাব্য সব সময় নিজেকে স্মরন করা।

এই কথা মেনে চলার চেষ্টা করলে ইনশা-আল্লাহ্ হারাম রিলেশনশিপ থেকে বেঁচে থাকতে সম্ভব।(গুগল)

উপসংহার

ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে। এ ধর্ম মানবজাতিকে যে শালীনতা ও নৈতিকতার পথ দেখায়, তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—পুরুষ ও নারীর মাঝে সম্পর্কের সীমারেখা নির্ধারণ। ইসলামে বিয়ের বাইরে যেকোনো প্রেম, ঘনিষ্ঠতা, দৈহিক বা আবেগনির্ভর সংযোগ—সবই হারাম হিসেবে গণ্য। কারণ **এ** ধরনের সম্পর্ক শুধু ব্যক্তিজীবনে নয়, বরং সামগ্রিক সমাজেও বিশৃঙ্খলা, ব্যভিচার, অস্থিরতা এবং পারিবারিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি করে।

কুরআন ও হাদীসে বারবার মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে অবৈধ সম্পর্কের বিপদ সম্পর্কে। আল্লাহ বলেন,
"তোমরা যিনার ধারে-কাছে যেও না। নিঃসন্দেহে এটি অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট পথ।"
(সূরা ইসরাআ, আয়াত ৩২)

হারাম সম্পর্কের আকর্ষণ দুনিয়াবি সুখ মনে হলেও, পরিণতি হয় দুঃখ, লজ্জা ও আখিরাতের কঠিন শাস্তি। তাই ইসলামের প্রকৃত অনুসারী হতে হলে ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজের নফস ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, পর্দা ও শালীনতা বজায় রেখে বৈধ সম্পর্কের পথ—অর্থাৎ বিবাহ—কে গুরুত্ব দিতে হবে।